জেলে দেখা করতে আসা আব্বাসের ফোন নিয়ে এবিটি চিফের সঙ্গে কথা তারিকুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: আনসারুল্লা বাংলা টিমের (এবিটি) জঙ্গি আব্বাস আলি বহরমপুর জেলে সাক্ষাতে গেলে তারই ফোন ব্যবহার করে সংগঠনের চিফ জসিমউদ্দিন রহমানির সঙ্গে কথা বলেছিল তারিকুল ইসলাম ওরফে সুমন। খাগড়াগড় বিস্ফোরণে সাজাপ্রাপ্ত এই আসামীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হাসিনার পতনের পর জেল থেকে মুক্তি পাওয়া এবিটি জঙ্গিদের রাজ্যে ঢোকাতে। একইসঙ্গে তৈরি করতে হবে জঙ্গি ট্রেনিং ক্যাম্প। আব্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই তথ্য জেনেছে অসম এসটিএফ। একইসঙ্গে আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়ো বীরপাড়ায় বিদ্যুৎ দপ্তরের ২২০ কেভি সাব স্টেশন ওড়ানোর পরিকল্পনা ছিল এবিটির। বিস্তারিত তথ্য পেতেই তারিকুলকে সাতদিনের হেফাজতে নিয়েছে বেঙ্গল এসটিএফ। তাকে পেতে অসম এসটিএফও এদিন আদালতের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু বেঙ্গল এসটিএফ আগাম আবেদন করায়, সে পথে আর হাঁটেনি হিমন্ত বিশ্বশর্মার রাজ্যের পুলিস। সরকারি আইনজীবী বিশ্বপতি সরকার বলেন নওদা থেকে ধৃত দুজনের সঙ্গে তারিকুলের যোগাযোগ মিলেছে। এই যোগসূত্র খুঁজতেই এসটিএফ হেফাজতে চেয়ে আবেদন করে। আদালত তা মঞ্জুর করেছে। রাজ্যের হেফাজত শেষে তাকে হাতে পাবে অসম পুলিস।

আব্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোয়েন্দারা জেনেছেন, সাজা হওয়ার পর বেশ কিছুদিন জেলে চুপচাপ ছিল বাংলাদেশি তারিকুল। ২০২২ থেকে সে আবার সক্রিয় হতে শুরু করে। তারিকুলের সঙ্গে হাত মেলায় বহরমপুরে জেলে বন্দি সমমনোভাবাপন্নরা। ২০০৭-০৮ মুর্শিদাবাদে আসার পর তখনই তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এবিটির আর এক সদস্য মিনারুলের। তার মাধ্যমে মিলেছিল ভুয়ো নথি দিয়ে

তদন্তে মিলল তথ্য

ভারতীয় পাসপোর্ট। ২০২৪'র আগাস্টে হাসিনার পতনের পর তারিকুল নতুন উদ্যেমে কাজ শুরু করে। আব্বাস জেরায় জানিয়েছে, সে জেলে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে যেত। তার ফোন ব্যবহার করে বহরমপুর জেলে বসেই বাংলাদেশে থাকা এবিটি চিফের 'পিএ' আবদুল্লাকে ফোন করে। এই আবদুল্লা আবার সম্পর্কে কেরল থেকে ধৃত মহম্মদ শাদের ভাই। তার মাধ্যমে তারিকুল কথা বলে এবিটি চিফ জসিমউদ্দিন রহমানির সঙ্গে। রহমানির সঙ্গে কথা বলার জন্য আব্বাস ভুয়ো নথি দিয়ে নেওয়া একাধিক সিম কেনে। সেগুলি ব্যবহার করে প্রোটেকটেড অ্যাপের মাধ্যমে রহমানির সঙ্গে চ্যাট করত তারিকুল। প্রতি সপ্তাহে সিম পাল্টাত তারিকুল।

মোবাইলের চ্যাট ঘেঁটে অসম এসটিএফের অফিসাররা জেনেছেন, এবিটি প্রধান তারিকুলকে নির্দেশ দেয় মুর্শিদাবাদ, নদিয়ার পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জে সংগঠন বাড়ানো ও ট্রেনিং ক্যাম্প তৈরি করতে হবে। এই জায়গা প্রথম থেকে তারিকুলের পরিচিত ছিল। খাগড়াগড় পর্বে রাঁচির কাছে রামগড়ে স্থানীয় এক মহিলাকে বিয়ে করে 'ভারতীয়' বনেছিল বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জের এই বাসিন্দা। ভৌগলিক অবস্থানের সুবিধা থাকায় সাহেবগঞ্জকে বেছে নিয়েছিল রহমানি। এবিটি প্রধানের সঙ্গে তারিকুলের কথোপকথনের সূত্র দরে তদন্তকারীরা জেনেছেন, সাজা খেটে শেষ হলে তাকে কাশ্মীর গিয়ে সদস্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল। কাশ্মীরের এক লস্কর হ্যান্ডলারের সঙ্গে তারিকুলকে যোগাযোগ করতে বলেছিল রহমানি। তদন্তকারীরা জেনেছেন, এবিটির চিফের কথামতো আইইডি বিস্ফোরণের সঙ্গে 'লোন উল্ফ' কায়দায় হানার ছক কষা হয়। তারজন্যে ছোট আর্মস জোগাড় করছিল মিনারুল।

কর্মজীবন শুরুর আগে মোমবাতি জ্বেলে শপথ নিচ্ছেন নার্সিং পড়ুয়ারা। আগরতলায় অভিষেক সাহার তোলা ছবি।

পর্ষদ অনুমোদিত এনটিপিসি স্কুল কর্মীরাও পেনশন পাওয়ার যোগ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত এনটিপিসি বিদ্যালয়ের কর্মীরাও পেনশন পাওয়ার যোগ্য। এবার এক নির্দেশে এমনটাই জানাল হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলি সরকারি অনুদান না পেলেও, সেসব স্কুলে কর্মরত ব্যক্তিরা পেনশন পাওয়ার যোগ্য।

মামলাকারীর অভিযোগ ছিল, তিনি ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত মালদহের এনটিপিসি হাইস্কুলে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি বীরভূমের ডঃ সুধাকৃষ্ণ জুনিয়র হাইস্কুল এবং পরে ওই জেলারই কেদারপুর বি এন হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হন। গত বছরের ৩১ জানুয়ারি তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি পেনশনের

হাইকোর্টের রায়

জন্য আবেদন জানান। কিন্তু রাজ্যের তরফে জানানো হয়, যে সময়ের জন্য এনটিপিসির ওই স্কুলে তিনি কর্মরত ছিলেন সেই সময় বাবদ অবসরকালীন ভাতা তিনি পাবেন না।

রাজ্যের এই বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে মামলাকারী পরে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সেই মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত এনটিপিসির স্কুলে কর্মরত ব্যক্তিরাও পেনশন পাওয়ার যোগ্য। ওইসঙ্গে ৮ সপ্তাহের মধ্যেই ওই মামলাকারীর পেনশন ও অবসরকালীন ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

অস্তিত্বহীন ঠিকানায় পাসপোর্টের আর্জি, বুদ্ধি দেন প্রাক্তন এসআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ঠিকানা উত্তর কলকাতার। অথচ পাসপোর্টের জন্য আবেদন জমা পড়ছে আমতা পোস্ট অফিসের পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র থেকে। সেখান থেকে ইস্যু হয়েছে ৭৫টি পাসপোর্ট। কলকাতা পুলিসের সিকিউরিটি কন্ট্রোলের (এসসিও) প্রাক্তন সাব ইনসপেক্টর আব্দুল হাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই রহস্যের জট খুলেছে। পুরোটাই যে ওই অবসরপ্রাপ্ত সাব ইনসপেক্টরের ছকে দেওয়া, সে বিষয়ে নিশ্চিত তদন্তকারীরা। কলকাতার যে ঠিকানাগুলি দেখিয়ে পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়েছে, সেগুলির কোনও অস্তিত্বই মেলেনি।

আব্দুল হাইকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তদন্তকারীরা জানতে পারছেন সমরেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল অশোকনগরে। এরপর তার বাড়িতে যাতায়াত শুরু হয়। তিনি জানতে পারেন, সমরেশ ভুয়ো নথি তৈরির কারবার রয়েছে। এই নথিগুলি কলকাতায় বসে তৈরি করছে মনোজ গুপ্তা। সমরেশ তাঁকে টোপ দেয়, অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট করিয়ে দিলে ভালো টাকা রোজগার করা যাবে। তদানীন্তন এসসিও'র ওই অফিসার জানায়, তাঁর হাতে কলকাতা পুলিসের উত্তর ডিভিশনে পাসপোর্ট আবেদনকারীদের নথি যাচাইয়ের দায়িত্ব রয়েছে। তাই সমরেশকে বুদ্ধি দেন, আবেদনকারীদের ঠিকানা উত্তর কলকাতার করতে হবে। তাঁর পরামর্শমতো, মনোজ ও সমরেশ মিলে চিৎপুর, কাশীপুর, সিঁথি ও মানিকতলার বিভিন্ন থানা এলাকার ঠিকানা দেখান। অবসরপ্রাপ্ত অফিসার পরামর্শ দেন, যেহেতু পাসপোর্টের আবেদন যে কোনও জেলা থেকে করা যায়, তাই কলকাতার বাইরে কোন এলাকা থেকে তা করা হোক। কারণ কলকাতার কোনও পিওএসপিও তে আবেদন জমা পড়লে সেক্ষেত্রে নথি নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে সমস্যা বাড়বে। নথিতে ঠিকানা কলকাতার হওয়ায় আবেদনকারীর সমস্ত কিছু তার কাছেই আসবে। তাই জেলার কোনও পাসপোর্ট কেন্দ্র থেকে আবেদন করা হলেও, পুলিস ক্লিয়ারেন্স পেতে কোনও অসুবিধা হবে না।

সমরেশ জেরায় তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আমতা পোস্ট অফিসের পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের এক কর্মীর পরিচয় ছিল। তাঁকে দিয়ে সমস্ত নথি আপলোড করান সমরেশ। পরিচিত হওয়ায় কোনও কিছু যাচাই হয়নি। নথি আব্দুলের কাছে এলে তিনি সব ক্লিয়ার করে দেন। এভাবে ৭৫টি পাসপোর্ট তৈরি হয়ে যায়। আব্দুল হাই তদন্তকারীদের জানিয়েছেন ৫২টির ক্লিয়ারেন্স তিনি নিজে দিয়েছেন। বাকিগুলির নথি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তিনি অন্য পুলিস কর্মীদের উপর প্রভাব খাটিয়েছিলেন। এই সমস্ত পুলিস কর্মীদের নাম জেনেছেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্ত প্রাক্তন অফিসার নিজেই পুলিসের কাছে স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের যে ভারতীয় পাসপোর্ট ইস্যু করা হচ্ছে, এটা জানতেন তিনি। তারপরেও টাকার লোভে ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছিলেন। এদিকে, পাসপোর্টকাণ্ড নিয়ে সিপি মনোজ ভর্মা বলেছেন, যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যাবে, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিধায়কের চিকিৎসা বিল নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্পিকারের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: বিধায়কের জমা দেওয়া চিকিৎসা সংক্রান্ত বিল আরও খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে বিধানসভা কর্তৃপক্ষ। স্বয়ং বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টিতে নজরদারি করছেন। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, পলাশীপাড়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য একটি চিকিৎসা বিল জমা দিয়েছেন। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে তিনি গ্রেপ্তার হন। জামিন পান পরে। তাঁর জমা দেওয়া চিকিৎসা বিল খতিয়ে দেখছেন বিধানসভা কর্তৃপক্ষ। এই বিল নিয়ে সোমবার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে আধিকারিকদের সঙ্গে বিমানবাবুর কথাবার্তা হয়। বৈঠকটি হয় বিধানসভায়। তবে এই বিলের বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি কেউই। মানিককে দু'বার ফোন করেও উত্তর মেলেনি।

এবার রুপোতে বাধ্যতামূলক 'হলমার্কিং' চালুর পথে কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সোনার পর এবার রুপোর হলমার্কিং করার পথে কেন্দ্র। এই বিষয়ে ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডসকে (বিআইএস) নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রেতাসুরক্ষা মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। বিআইএস জানিয়েছে, তারা রুপোয় হলমার্কিং বাধ্যতামূলক করার জন্য ইতিমধ্যেই তৈরি হতে শুরু করেছে।

সোনার বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম মাধ্যম হলমার্কিং। আগে তা বাধ্যতামূলক না-হলেও, পরবর্তীকালে সরকার ঘোষণা করে, সোনা বিক্রির ক্ষেত্রে হলমার্কিং ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক নিয়মের আওতায় আনা হবে। সেইমতো কাজ এগয় এবং বদলে যায় হলমার্কিং ব্যবস্থাও। ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে সেই ব্যবস্থা চালু করা হয়। যাঁরা এখন সোনার গয়না বা অন্যান্য জিনিস কেনেন, তাঁদের প্রতিটি পণ্য পিছু একটি ৬ সংখ্যার কোড দেওয়া হয়। সেটাই হলমার্কের পরিচিতি হিসেবে গণ্য হয়। এই একই ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

প্রহ্লাদ যোশী জানিয়েছেন, ক্রেতাদের মধ্যে থেকেই বলা হচ্ছে, এবার রুপোরও হলমার্কিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হোক। কীভাবে তা করা সম্ভব, তা বিআইএসকে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সরকারিভাবে এই বিষয়ে তাদের এগতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে পর্যালোচনা করে এবং হলমার্কিং সংক্রান্ত বাস্তবতা খতিয়ে দেখেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিআইএস ডিরেক্টর প্রমোদকুমার তিওয়ারি জানান, তাঁরা এই বিষয়ক কাজ অনেকটাই এগিয়ে এনেছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা এই বিষয়ে নানা মহলের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক প্রস্থ আলোচনা করেছি। তাতে বুঝতে পেরেছি, শিল্পমহলও রুপোয় হলমার্কিংয়ের পক্ষে। সোনার মতো কীভাবে এখানেও ৬ সংখ্যার ইউনিক কোড চালু করা যায়, তার আলোচনা চলছে।' রুপোয় বাধ্যতামূলক হলমার্কিং ব্যবস্থা আগামী তিন থেকে ছ'মাসের মধ্যেই চালু করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সাল থেকে ধাপে ধাপে দেশজুড়ে সোনায় বাধ্যতামূলক হলমার্কিং চালু হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত ৩৬১টি জেলায় সেই ব্যবস্থা চলছে। ইইতমধ্যেই ৪৪ কোটির উপর সোনার গয়নায় ৬ সংখ্যার ইউনিক কোড বসেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, ৯০ শতাংশ গয়নাতেই এখন হলমার্কিং হচ্ছে।

রাজ্য খাদি মেলায় সাড়ে ৭ কোটির ব্যবসা, ৫ বছরের মধ্যে রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: গত পাঁচবছরের মধ্যে এবার রেকর্ড গড়ল রাজ্য খাদি মেলা। ব্যবসা হয়েছে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকার। রাজ্য খাদি বোর্ডের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আম জনতার মধ্যে খাদি সামগ্রীর চাহিদা বাড়ছে। এই সংক্রান্ত ব্যবসায়িক অঙ্কেই তা স্পষ্ট। গত ১৪ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতার তালতলা মাঠে রাজ্য খাদি মেলার আয়োজন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ। মেলা শেষে পর্ষদের পক্ষ থেকে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, এবছর খাদির বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি হয়েছে ৭ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি হলে টাকার এই অঙ্কের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। এই বিপুল পরিমাণ বিক্রি এবছর রাজ্য খাদি মেলায় সর্বাধিক বলেই জানিয়েছেন পর্ষদ কর্তারা। তাঁদের মত, গত পাঁচবছরে বিক্রয়ের অঙ্ক ঘোরাফেরা করেছে ৬ কোটি টাকার আশেপাশে। সেখানে অঙ্কটা এবার প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা, নিঃসন্দেহে এক রেকর্ড!

খাদির জামাকাপড়ের সঙ্গে এবার মেলায় সিল্কের শাড়ির চাহিদা ছিল তুঙ্গে। বহু সিল্কের শাড়ি বিক্রি হয়েছে। এছাড়াও তুলাইপাঞ্জি ও গোবিন্দভোগ চাল এবং কাচের বোতলে ৫০০ গ্রাম ওজনের নলেন গুড়ের বিক্রিও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজ্য খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্লোল খাঁ বলেন, সাধারণ মানুষকে উন্নত মানের খাদির সামগ্রী তুলে দেওয়ার দিকে সবসময়ই আমাদের নজর থাকে। এবার রাজ্য খাদি মেলাতেও আমরা চেষ্টা করেছি সব বয়সিদের জন্য জামাকাপড় রাখতে। তাতে যা বিক্রি হয়েছে তা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূমসহ কয়েকটি জেলাতেও খাদি মেলায় যথেষ্ট ভালো বিক্রি হয়েছে এবার। আগামী দিনে জলপাইগুড়িতে একটি খাদি মেলা করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য।

অপুষ্টি ঠেকাতে স্কুলপড়ুয়া ও গর্ভবতী নারীদের জন্য বিনামূল্যে খাবার ব্যবস্থা চালু করেছে ইন্দোনেশিয়া। সোমবার সেই কর্মসূচির সূচনায় প্রাথমিক স্কুলের এক পড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলছেন সেদেশের তথ্যমন্ত্রী মেউত্যা হাফিদ। পশ্চিম জাভায় পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

গুমখুন মামলায় হাসিনা সহ ১২ জনের বিরুদ্ধে জারি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ঢাকা: শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ফের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। গুম করে খুন সংক্রান্ত একটি মামলায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সহ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি)। অভিযুক্তদের মধ্যে হাসিনার নিরাপত্তা উপদেষ্টা তথা প্রাক্তন জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিক ও পুলিসের প্রাক্তন আইজি বেনজির আহমেদ রয়েছেন। তবে অন্য অভিযুক্ত কারা, তা তদন্তের স্বার্থে জানাতে রাজি হননি আইসিটির প্রধান আইনজীবী মহম্মদ তাইজুল ইসলাম। এদিন আইসিটির চেয়ারম্যান গোলাম মোর্তুজা মজুমদার নির্দেশ দেন, ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে ট্রাইব্যুনালে হাজির করতে হবে। ১২ ফেব্রুয়ারিই এই মামলার ফের শুনানি হবে। ওই দিনই তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বর্তমানে ট্রাইব্যুনালে হাসিনার বিরুদ্ধে মোট তিনটি মামলা চলছে। এর আগে গণহত্যা ও মানবাধিকার বিরোধী অপরাধ ঘটানোর অভিযোগে হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল আইসিটি।

হাসিনা আমলে বিরোধীদের গুম করে দেওয়ার বারবার অভিযোগ উঠেছে। মহম্মদ ইউনুসের তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই নিয়ে একটি কমিশনও গঠন করেছে। কমিশন ইতিমধ্যে একটি রিপোর্টও জমা দিয়েছে। এদিন তাইজুল বলেন, '১৫ বছর ধরে গুমখুন ও ক্রসফায়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভয়ের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। হাজার হাজার মানুষকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যাদের বেশিরভাগই আর ফিরে আসেননি।'

বাণিজ্যিক এলাকার লিজে এগিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ২০২৪ সালের শেষ তিনমাস, অর্থাৎ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে কলকাতায় ১৩ লক্ষ বর্গফুট এলাকা বাণিজ্যিক কাজে বা অফিস তৈরিতে লিজ দেওয়া হয়েছে। একটি রিপোর্টে এমনই জানিয়েছে আবাসন সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা সংস্থা। তাদের দাবি, মূলত তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থাগুলি সবচেয়ে বেশি এলাকা নেওয়ায় এই সাফল্য এসেছে। মোট যেটুকু বাণিজ্যিক এলাকার লিজ দেওয়া হয়েছে, তার ৫২ শতাংশই তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের দখলে। এর সঙ্গেই রয়েছে গাড়ি এবং কনসালটেন্সি ক্ষেত্রও। দেশের বড় ন'টি শহরে ২০২৪ সালে বছর জুড়ে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ বর্গফুট বাণিজ্যিক এলাকা লিজে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে সংস্থাটি।

হাইকোর্টের তৈরি চিটফান্ড কমিটিকে প্রতারণা! কঠোর অবস্থান নিল বেঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জন্য হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত হয়েছিল একটি কমিটি। ওই কমিটির দৌলতেই টাকা ফেরত পাচ্ছেন বহু প্রতারিত আমানতকারী। অন্যদিকে, ওই কমিটির সঙ্গেই বড়সড় প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে! জাল নথি দিয়ে চিটফান্ড সংস্থা এমপিএসের ২৫ লক্ষ টাকার বেশি লোপাট করার অভিযোগ উঠেছে এক আইটি ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁর বাবার বিরুদ্ধে।

প্রতারণায় অভিযুক্তরা আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সোমবার তা খারিজ করে দিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারসহ জেরা করারই নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ। এছাড়া ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, শুধু ওই অভিযুক্তরাই নন, তালুকদার কমিটির কোনও কর্মী বা আধিকারিকও যদি এই ব্যাপারে অভিযুক্ত হন সেক্ষেত্রে তাঁদেরকেও হেফাজতে নিতে হবে। বিচারপতি বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, হাইকোর্ট নিযুক্ত কমিটির সঙ্গে এই প্রতারণা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। ছাড়া যাবে না কোনও অভিযুক্তকেই। বেঞ্চের নির্দেশ সম্পর্কে সরকারি কৌঁসুলি জানান, বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের দিক খতিয়ে দেখতে হবে পুলিসকে। হাইকোর্ট এই ব্যাপারে কঠোর অবস্থানই নেবে।

কেন্দ্রকে কর্মসংস্থানের নীতি তৈরির পরামর্শ শিল্পমহলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: কর্মসংস্থানই অর্থনীতির মূল সঞ্জীবনী। বেকারত্ব কমলে বাকি সব মানদণ্ড স্বাভাবিকভাবেই উন্নীত হবে। বাজেটের আগে কেন্দ্রকে নির্দিষ্ট কর্মসংস্থান নীতি গ্রহণের পরামর্শ দিল শিল্পহমল। কোন সেক্টরে কত কর্মসংস্থান কত সময়ের মধ্যে হওয়া সম্ভব, তাও খতিয়ে দেখার আবেদন করা হয়েছে সরকারকে।

সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে প্রাক বাজেট বৈঠকে মিলিত হন শিল্পসংগঠন ও বণিকসভার কর্তারা। সেই বৈঠকে কর্মসংস্থানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তার পাশাপাশি সরকারকে চিঠি লিখেও সিআইআইয়ের মতো বণিক সংগঠন দাবি করল কর্মসংস্থানকে পাখির চোখ করতে হবে। নির্মাণ, পর্যটন, টেক্সটাইলের মতো কিছু সেক্টরকে চিহ্নিত করে তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সঙ্গে উৎসাহ ভাতার দেওয়ার একটি নীতি গ্রহণের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

একইসঙ্গে বণিকসভার প্রস্তাব গ্রামীণ এলাকায় স্কুল এবং কলেজ থেকে উত্তীর্ণ অথবা পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হোক। অসংগঠিত ক্ষেত্রে আরও বেশি করে সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে বলেও মতপ্রকাশ করা হয়েছে। শিল্পমহলের বক্তব্য, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে আগে দেশের প্রতিটি পরিবারে অন্তত একটি করে নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে প্রতি পরিবারে নতুন আয় যুক্ত হবে। এভাবে আয় বাড়লে সেই টাকার কিছুটা হলেও বাজারে আসবে। বাজারজাত পণ্যের চাহিদা বাড়বে। যার সরাসরি প্রভাব পড়বে উৎপাদনে।

শিল্পমহলের সমীক্ষা অনুযায়ী এখনও দেশে মহিলা কর্মীর সংখ্যা কম। ফলে মহিলাদের আরও কাজে লাগানোর সুযোগ আছে। সেই সুযোগ বাড়ানো হলে সাশ্রয়ের পরিমাণ বাড়বে। কারণ মহিলাদের আয় সংসারে যুক্ত হলে সেটি সঞ্চয় প্রবণতাকেই ত্বরান্বিত করে। ক্ষুদ্র শিল্প ক্লাস্টার তৈরি করার দিকে নজর দেওয়া হলে মহিলাদের যুক্ত করা সম্ভব হবে বলে মনে করছে শিল্পমহল। এই কারণেই কয়েকটি ধাপে একটি কর্মসংস্থান পলিসি গঠন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তাঁরা।

পোঙ্গল উৎসবের আগে হাঁড়িতে রং করছেন শিল্পী। সোমবার চেন্নাইয়ে পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT-26 of 2024-25 EE/NMD-II
Ref: Tender Id- 2024_PHED_794380_1&2
Sealed NIeT in WBFNO 2911 are invited by EE/NMD-II, P.H.E. Dte. for Installation of 24 hr clock timer arrangement. The detail of work wiil be available at website: www.wbtenders.gov.in and www.wbphed.gov.in **The last date of closing of tender on 22.01.2025 up to 2:00 P.M. Sd/- EE/NMD-II, P.H.E. Dte.**
ICA-T299(4)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under tender ID: 2025_WBPWD_794461_1. For details please follow http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD Asansol Electrical Division.
ICA-T307(2)/2025

Glaze Infrastructure Private LImited
CIN : U45400WB2008PTC131298
LIQUIDATOR - Krishnaswami CVR

Notice is given to the public in general that **Glaze Infrastructure Private Limited (in Liquidation) ("Corporate Debtor")** is proposed tobe sold by the undersigned as a going concern in **as is where is and as is what it is and whatever there is basis** through e-auction platform in compliance with Regulation 33 (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016. The interested applicants may refer to the detailed e-auction process memorandum available on request by sending a request to liquidation.gipl@gmail.com with a copy to rpcvrkswami@gmail.com

Date of Auction	31st Jan 2025
Last Date for Submission of Documents (EOI)	22nd Jan 2025
Last Date for Submission of Earnest Money Deposit ("EMD")	27th Jan 2025

Particulars of The Asset	Reserve Price	Earnest Money Deposit
Glaze Infrastructure Private Limited (In liquidation) as going concern excluding the flat number 301 at Eden city, Maheshtalla owned by the company and cash and cash equivalents. **The company owns app 2 acres of land, with boundary wall and two sheds totalling app 44000 sq.ft. and office building with an app area pf 1900 sq.ft. machineries and stock in trade are also available.**	**INR 8,50,00,000.00** (Rupees Eight crores and fifty lacs only)	**Rs. 85,00,000.00** (Eighty Five Lacs only)

I. E-Auction is being held in "AS IS WHERE BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS", "WHATEVER THERE IS BASIS" and "NO RECOURSE BASIS" without any representation, warranty or indemnity and will be conducted "online".
II. Conditional offers will be rejected outright.

For further details, please visit http://www. eauctions.co.in or send email to admin@eauctions.co.in,/or liquidation.gipl@gmail.com or rpcvrkswami@gmail.com
Contact details of e auctioneer : Mr. Vijay Pipaliya 9870099713
Contact details of liquidator : Mr. Krishnswami CVR (+91 9433060003)

***Disclaimer :** The invitation is for sale of the Corporate Debtor under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The advertisement purports to ascertain interest of applicant and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator. The Liquidator reserves the right to amend and/or annul this invitation including any timelines or the process therein, without giving reasons, at any time and in any respect. Any such amendment in the invitation, including the aforementioned timelines, shall be notified.

Sd/-
Krishnaswami CVR
Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P01302/2018-19/12217
Liquidator of Glaze Infrastructure Private Limited
Address : Flat 1A Sundaram Apartments
88/5A, Bosepukur Road, Kolkata - 700042

Place : Kolkata
Date : 7th Jan 2025

পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকতে থাকা স্কুল মিশে যাবে চালু বিদ্যালয়ের সঙ্গেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: অল্প সংখ্যক ছাত্র বা একেবারে শূন্য পড়ুয়ার স্কুলগুলিকে অন্য চালু স্কুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত বা মার্জ করা হবে। অর্থাৎ, পড়ুয়ার সঙ্কটে পড়া স্কুলগুলির পরিকাঠামো এবং শিক্ষকদের ব্যবহার করতে পারবে ব্যস্ত স্কুলগুলি। সোমবার কলকাতায় একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে এসে একথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই ববি হাকিমের (কলকাতা পুরসভা পরিচালিত) দুটি স্কুল মার্জ করা নিয়ে ইতিমধ্যেই কথা হয়েছে। রাজ্য সরকার ছাত্র ও শিক্ষক অনুপাত বা পিউপিল টিচার রেশিও (পিটিআর) নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করছে। সেটা হয়ে গেলেই রাজ্যে এই ব্যবস্থা আরও বেশি করে কার্যকর হবে।

শিক্ষাদপ্তর ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা, শূন্যপদ, পড়ুয়াদের সংখ্যা এবং শূন্য আসনের রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। তার ভিত্তিতেই চলবে পরিকল্পনা। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, বহু স্কুলে শিক্ষক পদ ফাঁকা রয়েছে, এটা যেমন সত্যি, তেমনই বহু স্কুলে পড়ুয়া না-থাকলেও একাধিক শিক্ষকও রয়েছেন। এই অসামঞ্জস্য দূর করতে চলছে শিক্ষকদের র‌্যাশনালাইজেশন প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, শিক্ষক সঙ্কট রয়েছে এমন স্কুলগুলিতে বাড়তি শিক্ষকদের বদলি করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি স্কুলের সংযুক্তিকরণও চললে শিক্ষক-ছাত্রের অভাব অনেকাংশেই মিটে যাবে। যদিও, মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুটের সমস্যা এদিন মেনে নিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, আর্থিক কারণে অনেক পরিবারে ক্লাস টেনের পরে সন্তানদের পড়ানোর অনীহা তৈরি হতে পারে। তবে, কেন্দ্রের 'ইউডাইস' রিপোর্টে যে এই হারকে ১২ শতাংশের বেশি দাবি করা হয়েছে, তার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

মহারাষ্ট্র: শরিক মন্ত্রীর অপসারণের দাবিতে রাজভবনে বিজেপি বিধায়ক

মুম্বই (পিটিআই): মহারাষ্ট্রে বিদ জেলায় সরপঞ্চ খুনে প্রকাশ্যে গেরুয়া জোটে চাপানউতোর। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে অজিতপন্থী এনসিপি নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী ধনঞ্জয় মুন্ডের। তাঁর অপসারণের দাবিতে এবার রাজ্যপাল সি পি রাধাকৃষ্ণণের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি বিধায়ক সুরেশ ধাস। গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। যদিও ধনঞ্জয়ের ইস্তফার দাবি খারিজ করে দিয়েছে এনসিপি নেতৃত্ব। এমন দাবি অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন দলের নেতা ছগন ভুজবল।সোমবার বিজেপি বিধায়ক ও নেতারা রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে তাঁকে।

মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে কিউআর কোডের সঙ্গে সিরিয়াল নম্বরেও জোর দিচ্ছে পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ ও কলকাতা: মাধ্যমিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে কিউআর কোডের পাশাপাশি থাকছে সিরিয়াল নম্বরও। মালদহে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি সভায় যোগ দিতে এসে সোমবার একথা মনে করিয়ে দেন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। এর মাধ্যমে কোন সেন্টারে, কোন ঘরে প্রশ্নপত্র যাচ্ছে, তার হিসেব থাকবে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে পরিদর্শক এবং পরীক্ষার্থীকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে।

পর্ষদ সভাপতি জানান, মালদহে কিছু অসাধু ব্যক্তি ছাত্রদের সামনে রেখে পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করে। সেসব আটকে পরীক্ষা নেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের টার্গেট 'জিরো ইন্সিডেন্টস, জিরো টলারেন্স'। অভিভাবকদের কাছে আমাদের একটাই আবেদন, ছেলেমেয়েদের কোনও ডিভাইস বা ইনসট্রুমেন্ট দিয়ে পাঠাবেন না। তাহলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হবে।

মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এদিন মালদহে জোড়া বৈঠক করেন পর্ষদ সভাপতি। প্রথমে তিনি ডিএম অফিসে জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পর্ষদ এবং প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়ের বার্তা দেন সভাপতি। এদিন বিকেলে ইংলিশবাজারের ললিতমোহন শ্যামমোহিনী হাইস্কুলের সভাকক্ষে জেলার সমস্ত সেন্টারের সেক্রেটারি, ভেন্যু সুপারভাইজার, অফিসার ইন চার্জদের সঙ্গে পর্ষদ সভাপতি বৈঠক করেন। ডিআই সহ শিক্ষাদপ্তরের আধিকারিকরাও বৈঠকে হাজির ছিলেন।

প্রশ্ন ফাঁস রুখতে কড়া দাওয়াই

প্রসঙ্গত, সোমবার পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অনলাইন এনরোলমেন্টের শেষ সুযোগ দিয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এবছর মালদহে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ১৫ হাজার। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা গতবারের থেকে একটি বাড়ানো হয়েছে। প্রতি কেন্দ্রেই সিসি ক্যামেরা, মেটাল ডিটেক্টর সহ অত্যাধুনিক ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং অবাধ নকলের জন্য বারবার মালদহ খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকল রুখতে তাই এবার কোমর বেঁধে নামছে প্রশাসন। এদিন মালদহের জেলাশাসক নীতিন সিঙ্ঘানিয়া বলেন, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন করতে প্রশাসন কড়া নজর রাখছে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে যৌথ পরিদর্শন চলছে।